০৩-০৫-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ -শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার থেকে অনেককাল আলাদা রয়েছ, ৮৪ জন্মের পার্ট তোমরাই সম্পূর্ণ করেছ, এখন তোমাদের এই দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুখের সম্বন্ধে আসতে হবে, তাই অপার খুশীতে থাকো ।"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চারা সদা অপার খুশীতে থাকে ?

*উত্তর :- যারা নিশ্চিত থাকে যে ১) বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন ।
২) আমাদের সত্যিকারের বাবা এখন আমাদের সত্যিকারের গীতা জ্ঞান শোনাতে এসেছেন ।
৩) আমি আত্মা এখন ঈশ্বরের কোলে বসে আছি ।
৪) বাবা আমাদের ভক্তির ফল (সদ্গতি) দিতে এসেছেন ।
৫) বাবা আমাদের ত্রিকালদর্শী বানিয়েছেন ।
৬) ভগবান নিজে মা হয়ে আমাদের দত্তক নিয়েছেন । আমরা হলাম ঈশ্বরীয় ছাত্র ।
- যারা এই স্মৃতিতে বা নিশ্চয়তায় থাকে তারা অপার খুশীতে থাকে ।*

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, আমরা হলাম আত্মা । ভগবান বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । তাই বাচ্চাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত । সামনে এলে আত্মারা ভাবে যে, বাবা আমাদের সামনে এসেছেন -- সবার সদ্গতি করতে । বাবাই হলেন সবার সদ্গতিদাতা এবং জীবনমুক্তিদাতা । বাচ্চারা জানে যে -- মায়া কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় । কিন্তু এই কথা তো বুঝতে পারো যে -- আমরা বাবার সামনে বসে আছি । নিরাকার বাবা এই ব্রহ্মাবাবার দেহরূপী রথে অধিষ্ঠান করেছেন । যেমন মুসলমানরা ঘোড়ার উপর পটকা রাখে । তারা বলে মহম্মদ নাকি ওই ঘোড়ায় চড়েছিলো । তাই তারা চিহ্ন রেখে দেয় । এখানে হলো নিরাকার বাবার প্রবেশ । বাচ্চাদের খুব খুশী হওয়া উচিত । স্বর্গ বা এই বিশ্বের মালিকানা দেওয়ার জন্য বাবা এসে গেছেন । শিববাবাই হলেন গীতার সত্যিকারের ভগবান । আত্মাদের বুদ্ধি বাবার দিকেই ধাবিত হতে থাকে । এ হলো বাবার সাথে আত্মাদের ভালোবাসা । কারা এই খুশীতে থাকে ? যারা অনেককাল বাবার থেকে আলাদা আছে । বাবা নিজেও বলেন, আমি তোমাদের সুখের সম্বন্ধে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু এখন তোমরা দুঃখের বন্ধনে আছো । তোমরা এখন জানো যে, সবাই তো আর ৮৪ জন্ম নেয় না । ৮৪ লাখ চক্রের কথা তো কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না । ৮৪ র চক্র -- বাবা এই কথা একদম ঠিক বলেছেন । বাবার সন্তানরাই এই ৮৪ জন্ম নিতে থাকে । এখন তো তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা এই শরীরের মাধ্যমে শুনে থাকি । বাবা এই মুখের দ্বারাই শোনান । তিনি নিজেই বলেন যে, আমাকে এই শরীরী মাধ্যম নিতে হয়, এনার নামও ব্রহ্মা রাখতে হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো একজন মানুষকেই চাই, তাই না ? সূক্ষ্মবতনে বলবেনই না যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা । স্থূল বতনে এসেই তিনি বলেন, আমি এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের দত্তক নিই । তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা ঈশ্বরের কোলেই যাও । শরীর ছাড়া তো কোলে নেওয়া যায় না । আত্মা বলে আমরাও শরীরের দ্বারাই এনার হই । এই ব্রহ্মার শরীর শিববাবা ধার হিসাবে নিয়েছেন । এই শরীর এখন এনার নয় । বাবার আত্মা এখন এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন । তোমাদের আত্মাও তো শরীরেই প্রবেশ করেছে । শিববাবাও বলেন -- আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি, কখনো আমি বাচ্চা হয়ে যাই আবার কখনো মা হয়ে যাই । আমি জাদুকর, তাই না ? কেউ কেউ আবার এই খেলাকে জাদুর খেলা ভাবে । দুনিয়াতে এমন মিথ্যা ঋদ্ধি

সিদ্ধির কাজ অনেক চলে । কেউ কেউ কৃষ্ণও হয়ে যায়, যার মধ্যে কৃষ্ণের ভাব থাকবে, তাকে ঝট করে কৃষ্ণের মতো মনে হবে । সবাই তাকে সম্মান করবে, তার আবার অনুগামীও তৈরী হবে । এখানে তো সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা । প্রথমে এই নিশ্চয়তা চাই যে আমি হলাম আত্মা, আর বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের বাবা, তোমাদের আমি ত্রিকালদর্শী বানাই । এমন জ্ঞান আর কেউই দেয় না । ভক্তিমার্গ শেষ হলেই বাবাকে আসতে হয় । যদিও অনেকেরই শিবলিঙ্গের অখণ্ড জ্যোতি স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় । যার ভাবনা যেমন হয়, আমিই সেই ভাবনা পূরণ করে থাকি । কিন্তু আমার কাছে কেউ আসতেই চায় না । আমাকে তো চেনেও না । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবাও বিন্দু আর আমিও বিন্দু । আমার আত্মার মধ্যে এই জ্ঞান আছে আর এখন তোমাদের আত্মার মধ্যেও এই জ্ঞান আছে । এ কেউই জানে না যে, আমাদের আত্মা পরমধামেই থাকে । যখন তোমরা বাবার সামনে এসে বসো, তখন রোমাঞ্চিত হয়ে যাও । আহা, শিববাবা যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনি এঁনার মধ্যে এসে আমাদের পড়ান । বাকী কৃষ্ণ বা গোপীদের কোনো কথাই নেই । না এখানে আর না সত্যযুগে । সেখানে তো প্রত্যেক রাজকুমারই তাদের নিজেদের মহলে থাকেন । এইসব কথা তারাই বুঝতে পারবে যারা বাবার থেকে এসে বর্সা নেবে । তাহলে এই খুশীও ভিতরে থাকা চাই । মানুষ বলে .....তুমিই মাতা , তুমিই পিতা .....কিন্তু এর অর্থও ঠিকঠাক বোঝে না । পিতা তো আছে কিন্তু মা কাকে বলা হবে ? মাতা তো অবশ্যই চাই । এই মাতার ওপরে কোনো মাতাই হয় না । এই রহস্য খুবই বোঝার আর এর সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করা চাই । বাবা বলেন যে, তোমাদের মধ্যেও কোনো অপগুণ থাকা উচিত নয় । মানুষ গানও গায় ...আমি নির্গুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই । এখন বাচ্চাদের গুণবান হতে হবে । কোনো কাম বা ক্রোধ রেখো না । দেহের অহংকারও করো না । এই সময় তোমরা এখানে বসে আছো তাহলে এখানে যখন আছো তখন আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছো কেন ? কিন্তু এই পরিপক্ক অবস্থা তোমাদের অন্তিম সময়ে আসবে । এমন গায়নও আছে যে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা যদি জানতে চাও, তাহলে গোপ - গোপীদের জিজ্ঞেস করো । এ সবই অন্তিম সময়ে হবে, এমন কেউই বলে না যে, আমরা ৭৫ প্রতিশত অতীন্দ্রিয় সুখে থাকি । এইসময় পাপের বোঝা অনেক । গুরু কৃপা বা গঙ্গা স্নান করলে এই পাপ হওয়া যায় না । বাবা এই অন্তিম সময়ে এসেই এই জ্ঞান দিয়ে থাকেন । দেখানো হয় যে কন্যার দ্বারা বাণ মারা হয়েছিলো আর তাতে ভীষ্ম পিতামহ প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন । মৃত্যুর সময় আবার গঙ্গা জল খাওয়ানো হয়েছিলো । তোমরা যখন প্রকৃত জ্ঞান হারিয়ে ফেলো তখন এখানে তোমাদের বাবার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয় । "মামেকম" অর্থাৎ আমাকেই স্মরণ করো এই কথা বাচ্চাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত । এমন নয় যে কেউ তোমাদের মনে করিয়ে দেবে । শরীর ত্যাগ করার সময়, কারোর সাহায্য ছাড়াই তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দুনিয়ার গুরুরা তো মন্ত্র দিয়ে থাকে । এ তো খুবই সাধারণ কথা । শেষ সময়ে অনেক মারামারি হবে । তোমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকবে । তখন তো এমন বলতেই পারবে না যে শিব শিব বলো । সেইসময় বাবার সম্পূর্ণ স্মরণ চাই, বাবার প্রতি ভালোবাসা চাই, তখনই এক নম্বর পদ প্রাপ্ত করতে পারবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমি তোমাদের বাবা, আগের কল্পেও বাচ্চারা, আমিই তোমাদের ফুল বানিয়েছিলাম । সত্যযুগে যোগবলের দ্বারাই ফুলের মতো সন্তানের জন্ম হয় । সত্যযুগে দুঃখ দেওয়ার মতো কোনো জিনিসই থাকে না । নাম ই তো হলো স্বর্গ । কিন্তু সেখানে কারা থাকেন -- এই কথা ভারতবাসীরা জানে না । শাস্ত্রতে এমন অনেক কথা লেখা হয়েছে যে সেখানেও হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি ছিলো -- এ সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী । ভক্তিও প্রথমে সতোপ্রধান হয় তারপর ধীরে ধীরে তমোপ্রধান হতে থাকে ।

বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের আকাশে তুলে দিই । তোমরা আবার ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসো । কোনো মানুষেরই কোনো মহিমা থাকে না । সবার সদ্গতিদাতা হলেন একমাত্র শিববাবা । বাদবাকি গুরুরা অনেক প্রকারের তীর্থ যাত্রা শেখায়, তবুও তোমরা নীচে নামতে থাকো । ভক্তিমার্গে যদিও মীরার সাক্ষাৎকার হয়েছিলো । কিন্তু সে কি কখনো বিশ্বের মালিক হয়েছিলো । তোমাদের তো বাবা বলেন যে তোমরা জিন্ হও । কেবলমাত্র অল্ফ (আল্লা), আর বে (বাদশাহী) কে স্মরণ করো, এই কাজই আমি তোমাদের দিয়ে থাকি । যদি এতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড় বা বাবাকে স্মরণ না করো, তাহলে মায়া তোমাদের কাঁচাই খেয়ে ফেলবে । একটা গল্প ছিলো যে জিন্ একজনকে কাঁচা খেয়ে ফেলেছিলো । বাবাও বলেন যে তোমরা যদি স্মরণ না করো তাহলে মায়া তোমাদের কাঁচা খেয়ে ফেলবে । বাবার স্মরণে থাকলে তোমাদের খুশী বাড়তে থাকবে । তোমরা ভাববে , বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । বাবা তোমাদের সামনে বসে আছে । তোমরা আত্মারা তাঁর কথা শোনো । মিষ্টি , প্রিয় বাচ্চারা আমি তোমাদের মুক্তিধামে নিয়ে যেতে এসেছি । যদিও সেখানে যাবার চেষ্টা অনেকেই করে কিন্তু কেউই যেতে পারে না । কলিযুগের পরে সত্যযুগ, অর্থাৎ রাতের পরে দিন তো আসবেই । তোমরা জানো যে সত্যযুগে তোমরাই থাকবে । বাবা আবার নতুন করে আমাদের রাজ্য, ভাগ্য দেন । অন্তিম সময়ে তোমাদের খুশীর পারা চড়তে থাকবে । যখন ফাইনাল সময় আসবে তখন বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা সাক্ষী হয়ে তা দেখতে থাকবে । এই নাটকে রক্তের খেলা । কি দোষ করেছো যে মারার জন্য বোম্ব ইত্যাদি বানানো হয়েছে । মরবে তো অবশ্যই । তারাও ভাবে আমাদের কেউ প্রেরণা দিয়েছে এই বোম্ব বানানোর জন্য যে কারণে না চাইলেও আমরা এই বোম্ব বানিয়ে ফেলি । খরচা তো অনেকই হয় । নাটকে তো লিপিবদ্ধ আছে, এর দ্বারাই বিনাশ হবে । অনেক ধর্মের মাঝে এক ধর্ম কখনো রাজত্ব করতে পারে না । এখন সেই অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্ম স্থাপন হবে ।

তোমরা জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে চলে রাজ্য স্থাপন করছি । দুনিয়ার মানুষ ময়দানে ড্রিল শেখার জন্য চলে যায় । তারা ভাবে যে , মরতে হবে আর মারতেও হবে । এখানে তো এইসব কথাই নেই । বাবা এসেছেন এই কথা ভেবে খুব খুশীতে থাকতে হবে । এই প্রাচীন ভারতের রাজযোগ নিরাকার শিব ভগবানই শিখিয়েছিলেন । মানুষ নাম বদল করে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । সন্ন্যাসীরা ভাবে এ হলো আমাদেরই প্রাচীন যোগ । তোমাদের কতো ভালোভাবে বোঝানো হয় । বাচ্চারা, তোমরা কি আমাকে চেনো -- আমি হলাম তোমাদের বাবা । আমাকেই তোমরা পতিত - পাবন, জ্ঞানের সাগর বলে থাকো । কৃষ্ণ তো পতিত দুনিয়াতে আসতে পারবে না । মানুষ কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে । কতো ভুল ধারণা, তাই সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে গেছে । আমি তখনই আসি -- যখন সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যেতে হয় ।

তোমরা জানো যে আমরা এখন ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছি । আমরা ঈশ্বরীয় ছাত্র । এই কথা যদি বারে বারে স্মরণ করো তাহলে রোমাঞ্চিত হবে । বাচ্চারা, বাবা বাবা তোমাদের জ্ঞানের গর্ভ ধারণ করাচ্ছেন । তাহলে তোমরা এই কথা ভুলে কেন যাও । বাচ্চার জন্ম হলেই বাবা বলতে লেগে যায় । তারা বুঝতে পারে যে আমরাই উত্তরাধিকারী । তাহলে নিরন্তর দাদু শিববাবাকে স্মরণ করো । বাবা মত দেন যে, কাম হলো মহাশত্রু, যা তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্ত অনেক দুঃখ দেয় । এ হলো মৃত্যুলোক, বেশ্যালয় । রাম শিবালয় বানান, যেখানে দেবী - দেবতা ধর্মের রাজ্য চলে । কিন্তু তিনি কিভাবে এই রাজ্য নিয়েছিলেন, কখন নিয়েছিলেন, এই কথা এখন তোমরা জেনে গেছো । দুনিয়ার

মানুষ ভাবে যে দেবী - দেবতারা কখনোই পুনর্জন্ম নেন না । কোনো একজন বড় মানুষ যদি এই কথা বুঝতে পারে তাহলেই এই কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে । গরীবের কথা তো কেউই শোনে না । তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে ধারণা করতে পারে । স্কুল একটাই । শিক্ষকও একটাই । বাকি যারা পড়ে তারা নম্বর অনুসারেই এই পাঠ নেয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মায়ার প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য জিন্ হয়ে অল্ফ (আল্লা) আর বে (বাদশাহী) কে স্মরণ করতে হবে । তোমাদের মাথার উপর পাপের যে বোঝা আছে তাকে তাকে যোগবলের সাহায্যে দূর করতে হবে আর অতীন্দ্রিয় সুখেও থাকতে হবে ।

২) কেবল মুখে শিব শিব বললেই হবে না । বাবার প্রতি সত্যিকারের প্রেম রাখতে হবে । কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সেবাতে তৎপর থাকতে হবে ।

বরদান :- যথার্থ সেবার দ্বারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করে মন বুদ্ধির দ্বারা সদা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও ।

যদি সেবা যোগযুক্ত আর যথার্থ হয় তাহলে সেবার ফল হিসাবে খুশী, অতীন্দ্রিয় সুখ,ডবল লাইটের অনুভূতি অথবা বাবার কোনো না কোনো গুণের অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের সামনে অবশ্যই আসবে । আর যারা এই প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করে তারা মন ও বুদ্ধিতে স্বাস্থ্যবান থাকে । আর যদি দুর্বল থাকো তাহলে ভাববে তাজা এই প্রত্যক্ষ ফল এখনো পাও নি । এই প্রত্যক্ষ ফল তোমাদের স্বাস্থ্যবান বানায়, তাই তোমাদের স্লোগান হলো - চিরসুস্থতা , চিরকালের ঐশ্বর্যবান আর সদাসুখী ।

স্লোগান :- নিজের প্রতিটি কর্মের দ্বারা ব্রহ্মা বাবার কর্মকে প্রত্যক্ষ করে কর্মযোগী হও ।